জান্নাতের ক্রেতা

27-June-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দুরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি দৈনিক আমার প্রতি একশবার দুরূদ শরীফ প্রেরণ করবে, আল্লাহ পাক তার একশটি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবেন, এর মধ্যে সত্তরটি আখিরাতের এবং ত্রিশটি দুনিয়ার হবে।" **(কানযুল উম্মাল, ১/২৫৫, ১ম অংশ, হাদীস ২২২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আল্লাহ পাক! উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও...!

তাবুকের যুদ্ধের সময় প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সৈন্যবাহিনী সফরে ছিলেন, পথিমধ্যে

একটি স্থানে খুবই বিপদের সম্মুখিন হলেন, পানাহারের দ্রব্য শেষ হয়ে গেলো, প্রচন্ড গরম ছিলো, ক্ষুধা ও পিপাসা তীব্র মাত্রায় ছিলো, এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان চেহারায় অশান্তির প্রভাব দেখা দিতে লাগলো পক্ষান্তরে মুনাফিকরা এই অবস্থা দেখে আনন্দিত হচ্ছিলো।

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই অবস্থা দেখলেন তখন অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য রিযিক পাঠিয়ে দিবেন।

হযরত উসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও বাহিনীতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী শুনলেন তখন দ্রুত আয়োজন শুরু করে দিলেন, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খাদ্য শস্য ভর্তি ৭টি উট কিনে প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত করে দিলেন, যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই উট দেখলেন তখন তাঁদের চেহারায় খুশি ছড়িয়ে পড়লো, অপরদিকে মুনাফিকদের চেহারা বিষন্ন হয়ে গেলো। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে যখন এই ৭টি উট উপস্থাপন করা হলো তখন ইরশাদ করলেন: এগুলো কি? কার পক্ষ থেকে? আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! উসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আপনার খেদমতে উপহার প্রেরণ করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন: প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কথা শুনতেই আমি নিজে দেখেছি, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে দিলেন এবং এতো উঁচু করলেন যে, মাথা মুবারক থেকেও উপরে হয়ে গেলো, অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত

উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য এমন দোয়া করলেন যে, তাঁকে এমন দোয়া কখনো কারো জন্য করতে দেখিনি। **(আর রিয়াদুন নাদ্বিরাতু, ৩য় অংশ, ২৫ পৃষ্ঠা)**

হযরত আবু সায়িদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখলাম যে, তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সারারাত হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য এই দোয়া করতে রইলেন: হে আল্লাহ পাক! আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ৩৯/৫৪)**

উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সৌভাগ্য

হে আশিকানে রাসূল! হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সৌভাগ্য দেখুন! ঈর্ষণীয় বিষয়, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সারারাত তাঁর জন্য দোয়া করেন: আমি উসমানের প্রতি সন্তষ্ট তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ ! যার প্রতি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন তার আর কী প্রয়োজন..!!

অনুমান করুন! এটি হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কত বড় ফযীলত।

মুস্তফার সন্তুষ্টি পাওয়ার চেষ্টা করুন!

হে আশিকানে রাসূল! আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও মাহবুবে খোদা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা ★ নেককাজ করা ★ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ★ দুরূদে পাক পাঠ করা ★ আল্লাহর যিকির করা ★ অধিকহারে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করা ★ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের দুঃখ দূর করা ★ আশিকানে রাসূলের

সাথে সমবেদনা জ্ঞাপন করা ★ অপরের কাজে আসা, এমনটি করলে তবে اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, যদি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হয়ে যান তবে اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকও সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হে আশিকানে রাসূল! ★ হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন সাহাবীয়ে রাসূল ★ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুফী হযরত উম্মে হাকীম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নাতি বা এভাবে বলুন যে, একটু দূর সম্পর্কের মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভাতিজা ছিলেন ★ প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থাৎ শুরুর দিকেই ইসলাম কবুল করে ইসলামের সীমারেখায় প্রবেশ করেছিলেন, ইসলাম কবুল করার দিক দিয়ে তিনি চতুর্থ বা পঞ্চম নাম্বারে ছিলেন ★ আশারায়ে মুবাশশারা (অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ★ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে এতই ভালবাসতেন যে, তিনি একের পর এক নিজের দু'জন শাহজাদীকে হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বিবাহ বন্ধনে দিয়েছেন। **(নুযহাতুল কারী, ১/৫৪৪)**

★ হাদীসে পাকে রয়েছে: আল্লাহ পাক আমাকে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, আমি যেনো আমার দু'জন কন্যার বিবাহ উসমানের সাথে দিই। **(মু'জামু আওসাত, ২/৩৪৬, হাদীস ৩৫০১)** ★ অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: যদি আমার ১০০ জন্য কন্যা থাকতো, তাদের মধ্যে একজন ওফাত হতো তবে আমি দ্বিতীয়জনকে উসমানের বিবাহ বন্ধনে দিতাম, তার ইন্তিকাল হলে তবে তৃতীয়জনকে উসমানের বিবাহ বন্ধনে দিতাম, এমনকি আমি

আমার ১০০ জনের ১০০ জন শাহজাদীকেই একের পর এক উসমানের বিবাহ বন্ধনে দিতাম। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ১৩তম অংশ, ৭/২১, হাদীস ৩৬২০১)**

✸ মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন: উসমান হলো সেই, যাঁকে ফেরেশতারা যুন-নুরাঈন বলতো, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জামাতা, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। **(রিয়াদুন নাদ্বিরাতু, ৩য় অংশ, ৬ পৃষ্ঠা)**

✸ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদতের পর অধিকাংশ মুসলমানের মতে হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খলিফা হন, ১২ বছর পর্যন্ত তিনি খলিফা ছিলেন, ১৮ যিলহজ্জ ৩৫ হিজরীতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায় শহিদ করা হয়।

(নুযহাতুল কারী, ১/৫৪৪-৫৪৫)

নবীর সকল সাহাবী...! জান্নাতী! জান্নাতী!

হে আশিকানে রাসূল! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবীই জান্নাতী। আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

এই আয়াতে করীমায় ইরশাদ করেন যে, সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর সাথে আল্লাহ পাক হুসনা এর ওয়াদা করে নিয়েছেন, এখন যার সাথে হুসনা এর ওয়াদা করে নেয়া হয়, তার শান কিরূপ হয়? এটাও কুরআনে করীম থেকেই শুনে নিন! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰۤىۙ اُولٰٓىِٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ لَا یَسْمَعُوْنَ حَسِیْسَهَا ۚ وَ هُمْ فِیْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَ تَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ ؕ هٰذَا یَوْمُكُمُ الَّذِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

(পারা ১৭ সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০১-১০৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় ঐসব লোক, যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যাণের হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারা সেটার ক্ষীণ ধ্বনিও শুনবে না এবং তারা তাদের মন যেমন চায় তেমন ভোগ বিলাসের মধ্যে সর্বদা থাকবে। তাদেরকে বিষাদে ফেলবেনা ওই সর্বাপেক্ষা মহাভীতি এবং ফেরেশতাগণ তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য আসবে, 'এটাই হচ্ছে তোমাদের ওই দিন, যার সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা ছিলো'।

এই আয়াতে করীমায় বলা হয়েছে যে, যাদের সাথে আল্লাহ পাক হুসনার ওয়াদা করে নিয়েছেন, তাদেরকে ৫টি ফযীলত দান করা হবে: (১) তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে (২) তারা জাহান্নামের সামান্য আওয়াজও শুনবে (৩) তারা তাদের লক্ষ্যে সর্বদা থাকবে (৪) কিয়ামতের বড় আতঙ্কে তাদের কোন ভয় থাকবে না (৫) ফেরেশতারা তাদের এই বলে সম্ভাষন করবে: এটাই হলো সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছিলো।

উপরোক্ত দু'টি আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো; সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان সাথে হুসনার ওয়াদা রয়েছে, অতএব সকল সাহাবীর এই শান যে, তাঁদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে, জাহান্নামের সামান্য আওয়াজও শুনবে না, সর্বদা নিজেদের লক্ষ্যে অবস্থান করবে, কিয়ামতের

ভয়াবহ আতঙ্কে তাঁদের ভয় হবে না এবং আল্লাহ পাকের দয়ায় ফেরেশতারা কিয়ামতের দিন তাঁদের সম্ভাষন করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উসমানে গণি...! জান্নাতী! জান্নাতী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো সকল সাহাবী জান্নাতী, তবে মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঐ সৌভাগ্যবান সাহাবীয়ে রাসূল যে, তাঁকে মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত, রাসূলে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার নয় বরং কয়েকবার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আসুন! কয়েকটি হাদীসে মুবারাকা শুনি: ✹ হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ وَ رَفِيْقِيْ يَعْنِيْ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ জান্নাতে প্রত্যেক নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর একজন বন্ধু থাকবে এবং আমার বন্ধু হলো উসমান বিন আফফান।

(তিরমীযি, ৮৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭০৭)

✹ সাহাবীয়ে রাসূল, সুলতানুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এখন এই পথ দিয়ে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবে, আমরা দেখলাম যে, হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আগমন করলেন।

(ফাদ্বায়িলুস সাহাবা লিআহমদ বিন হাম্বল, ৪৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৩২)

তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও!

✹ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মদীনার বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগানে ছিলাম, এক ব্যক্তি এলো, সে দরজায়

www.dawateislami.net

কড়াঘাত করলো, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اِفْتَحْ لَهٗ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ তাঁর জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। বলেন: আমি দরজা খুললাম, তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছিলেন, আমি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিলাম। তিনি আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। কিছুক্ষণ পর আবারো দরজায় কড়াঘাত হলো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো ইরশাদ করলেন: اِفْتَحْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে (অর্থাৎ আগন্তুককে) জান্নাতের সুসংবাদ দাও! হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি দরজা খুললাম, এই আগন্তুক হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছিলেন, আমি তাঁকেও জান্নাতের সুসংবাদ শুনালাম, তিনিও আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন (এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলেন)। কিছুক্ষণ পর তৃতীয়বার দরজায় কড়াঘাত হলো, এবার অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী ইরশাদ করলেন: اِفْتَحْ لَهٗ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهٗ অর্থাৎ দরজা খুলে দাও এবং আগমনকারীকে বলো যে, একটি বিপদ রয়েছে, যাতে সে পতিত হবে, এরপর সে জান্নাতী।

হযরত আবু মূসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি দরজা খুললাম, তখন সামনে হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছিলেন, আমি তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনালাম এবং এটাও বললাম যে, অতিশীঘ্রই তিনি একটি পরীক্ষার সম্মুখিন হবেন, হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন: اَللهُ الْمُسْتَعَانُ আল্লাহ সাহায্যকারী (অর্থাৎ আমার যেই বিপদ আসবে, আল্লাহ পাকের সাহায্যে اِنْ شَآءَ الله আমি তাতে সফল হয়ে যাবো)।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত হাদীসে পাকে প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনজন প্রিয় সাথীর আলোচনা হলো, আসুন! তাঁর চতুর্থ সাথী অর্থাৎ মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কল্যাণময় আলোচনাও শুনে নিই, সুতরাং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ হযরত আলী জান্নাতী।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ৭/৫০৫, হাদীস ৬৭)

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী! জান্নাতী!
নবীর চারজন সাথী! জান্নাতী! জান্নাতী!

(২) প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ব্যাপারে আরো একটি অদৃশ্যের সংবাদ দিয়েছেন, ইরশাদ করেন: একটি বিপদ, যা তাঁর উপর আসবে, এরপর সে জান্নাতী। এই বিপদ হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর তাঁর খেলাফতের শেষ সময়ে এসেছিলো, কিছু অবাধ্য বিদ্রোহী তাঁর বাড়ি মুবারক অবরোধ করে নিলো, যার কারণে তাঁর বাড়ি থেকে বের হওয়া এবং পানাহার ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, অবশেষে এই নীপিড়িত অবস্থায় তাঁকে শহীদ করে দেয়া হলো। এটাই ছিলো সেই বিপদ যা হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপর এসেছিলো, প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক বছর পূর্বেই এই সংবাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। জানা গেলো! আল্লাহ পাকের দানক্রমে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগামী দিনের, বহু বছর পরের, কয়েক শতাব্দি পরের বরং কিয়ামত পর্যন্ত বরং কিয়ামতের পর পর্যন্তও সংবাদ জানেন।

জান্নাতে আদনের হুর

হযরত উকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন; রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মেরাজের রাতে আমি জান্নাতে আদনে প্রবেশ করলাম, সেখানে বড় চক্ষু বিশিষ্ট একজন সুন্দরী হুর ছিলো, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: لِمَنۡ اَنۡتِ؟ তুমি কার জন্য? হুর বললো: আপনার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অন্যায়ভাবে শহীদ হওয়া খলিফা উসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য। **(ফাদ্বায়িলুস সাহাবা লি আহমদ ইবনে হাম্বল, ৫২২-৫২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৬৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

জান্নাতের ক্রেতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিশ্চিত অকাট্য জান্নাতী। জান্নাতী হওয়ার ভিত্তিতে তাঁর একটি অনন্য বিষেশত্বও রয়েছে যে, তিনি একবার নয় বরং বারবার স্বয়ং মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর থেকে রীতিমতো জান্নাত ক্রয় করেছেন। হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কখন কখন? এবং কিভাবে কিভাবে জান্নাত কিনেছেন আসুন! এই ঘটনাবলী শুনি:

মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ

হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাতি হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; একবার মসজিদে হারাম শরীফ (অর্থাৎ যেখানে খানায়ে কাবা অবস্থিত, এই মসজিদ) এর সম্প্রসারণের প্রয়োজন পরলো, এর জন্য নিকটস্ত একটি ঘর কিনতে হয়েছিলো, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই ঘরের মালিককে ইরশাদ করলেন: তুমি এই ঘর মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের জন্য দিয়ে দাও! আমি তোমাকে জান্নাতের

জামানত দিচ্ছি। সেই ব্যক্তির হয়তো এই জামানতের গুরুত্ব জানা ছিলো না, অতএব সে ঘর দিতে অস্বীকার করলো। হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন এই বিষয়টি জানলেন তখন তিনি দ্রুত সেই ঘরের মালিকের নিকট গেলেন, তাকে বারবার বুঝাতে লাগলেন, তার মানসিকতা বানাতে লাগলেন, অবশেষে তাকে ঘর বিক্রি করতে রাজি করিয়ে নিলেন এবং ১০ হাজার দিনারের (অর্থাৎ স্বর্ণ মুদ্রা) বিনিময়ে সেই ঘর কিনে নিয়ে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলেন, আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি জানতে পেরেছি যে, অমুক ঘর মসজিদে হারামে অন্তর্ভূক্ত করে দেয়াতে আপনি জান্নাতী ঘরের জামানত দিয়েছেন, এখন সেই ঘর আমার, আপনি কি আমাকেও সেই জামানত দিচ্ছেন। প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: نَعَمۡ অর্থাৎ হ্যাঁ! তোমার জন্যও একই জামানত রয়েছে। একথা শুনে হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই ঘর মসজিদে হারামের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন।

(ফাদ্বায়িলুস সাহাবা লি আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৮৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১) মসজিদে নববী সম্প্রসারণের বিনিময়ে জান্নাত

অনুরূপভাবে একবার মসজিদে নববী শরীফ সম্প্রসারণ করতে হচ্ছিলো, পাশেই এক টুকরো জমি ছিলো, মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই প্লট মসজিদে অন্তর্ভূক্ত করাতে জান্নাতী ঘরের সুসংবাদ শুনালেন, যখনই হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই বিষয়টি জানতে পারলেন, তিনি দ্রুত সেই প্লটের মালিকের নিকট গেলেন, প্লটটি কিনলেন এবং মসজিদের নববী শরীফের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। **(মুজামে কবীর, ১/১৪৬, হাদীস ৫২২)**

(২) খেজুরের বাগানের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয়

অনুরূপভাবে এক বর্ণনায় রয়েছে: মদীনায়ে পাকে বনু নাজ্জারের একটি খেজুরের বাগান ছিলো, প্রিয় নবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করলেন: কে আছে, যে এই বাগান কিনে মসজিদ বানিয়ে দিবে? তখনও হযরত উসমানে গণি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অগ্রগামী হলেন এবং সেই বাগান কিনে মসজিদ বানিয়ে দিলেন, এতে জান্নাতের মালিক নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর সাথে জান্নাতী বাগানের ওয়াদা করলেন।

(ফাদ্বায়িলুস সাহাবা লি আহমদ ইবনে হাম্বল, ১/৪৮৪, হাদীস ৭৮৪)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কতইনা মহান শান। তাঁর মসজিদ বানানোর কিরূপ আগ্রহ ছিলো, মসজিদে হারাম শরীফ সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলো, জায়গা হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রদান করলেন, মসজিদে নববী শরীফ সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলো, জায়গা হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রদান করলেন, এছাড়াও আরো মসজিদ বানানো, মসজিদের নির্মাণে অংশগ্রহন করা তাঁর পবিত্র বৈশিষ্টের মধ্যে ছিলো।

(৩) বীরে রূমার বিনিময়ে জান্নাতী ঝর্ণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জান্নাতের ক্রেতা ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার নয় বরং কয়েকবারই জান্নাত কিনেছেন। এব্যাপারে একটি ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ রয়েছে। যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام হিজরত করে মদীনায়ে পাক আসে তখন এখানে পানির স্বল্পতার সম্মুখিন হলেন, তখন মদীনায়ে পাকে একটি কুপ ছিলো, যাকে বীরে রূমা বলা হতো, সেই কুপের মালিক

পানি বিক্রি করতো, অতএব প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জামানত দিলেন যে, এই কুপকে মুসলমানের জন্য ওয়াকফ করে দিলে তবে এর বিনিময়ে জান্নাতী ঝর্ণা প্রদান করা হবে। এই সংবাদ যখন হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেই কুপটি কিনলেন এবং আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিলেন।

(মু'জামে কবীর, খন্ড:১, ৩১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২১২)

হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই কুপটি একজন অমুসলিমের ছিলো, হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার থেকে ১২ হাজার দিরহামের (অর্থাৎ রূপ্য মুদ্রা) বিনিময়ে অর্ধেক কুপ কিনে নিলেন, এখন যেহেতু এই কুফের অর্ধেক অংশ ওয়াকফ হয়ে গিয়েছিলো, অতএব কারো পানি কেনার প্রয়োজন হতো না, তাই সেই অমুসলিম লোকটির তা দ্বারা লাভবান হওয়ার দুরহ হয়ে গেলো, অতএব সে কুপের অবশিষ্ট অংশও তাঁরই নিকট ৮ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো। **(জাযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, ১৪২ পৃষ্ঠা)** অর্থাৎ হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মোট ২০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই কুপটি কিনে ওয়াকফ করে দিলেন এবং জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেলেন।

হে আল্লাহ! উসমানের জন্য জান্নাত আবশ্যক করে দাও

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মুবারক কুপের শান ও মহত্বের প্রতি লাখো সালাম যে, এই মুবারক কুপ থেকে আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পানি পান করাও প্রমাণিত। বর্ণিত আছে: একবার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটি হলো সেই কুপ, যা হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কিনে সদকা করেছিলেন। একথা শুনে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া প্রার্থনা করলেন: হে আল্লা হ পাক! উসমানের জন্য জান্নাত আবশ্যক করে দাও। অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই কুপের পানি পান করলেন এবং ইরশাদ করলেন: এই উপত্যকায় অচিরেই অনেক ঝর্ণা হবে, যা খুবই মিষ্ট হবে কিন্তু বীরে মুযনী (অর্থাৎ বীরে রূমা) এসবগুলোর চেয়ে মিষ্ট হবে। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭/২২৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেলো যে, মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মুসলমানদের অত্যধিক কল্যাণকামী ছিলেন, তিনি অভাবের সময় আপন মুসলমান ভাইদের জন্য পানির কুপ কিনে ওয়াকফ করে দেন।

আহ! হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উসিলায় আমরাও যেনো কল্যাণকামী হয়ে যাই ✱ ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়াই ✱ পিপাসার্তদের পানি পান করাই ✱ শুষ্ক এলাকা যেখানে পানির স্বল্পতা রয়েছে, সেখানে পানির ব্যবস্থা করে দিই ✱ পেরেশানগ্রস্থদের কাজে আসি ✱ যে বেচারা দুঃখ কষ্টে ঘিরে আছে, তাদের সাথে দুঃখ ভাগাভাগি করি ✱ অসহায়দের সহায় হই, মোটকথা; আমরা মুসলমানদের কাজে আসা, তাদের কল্যাণকামী এবং যতটুকু সম্ভব হয় অপরকে উপকারকারী হয়ে যাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম! মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উচ্চ মর্যাদার সাহাবী ✱ প্রিয় নবী, মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার নয় বরং কয়েকবার জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং ✱ مَاشَآءَاللهُ তিনি জান্নাতের

ক্রেতা, পরকালিন সফলতার এতই আগ্রহী ছিলেন যে, যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তিনি নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন ✱ একবার নয় কয়েকবার তিনি জান্নাত ক্রয় করেছেন ✱ মসজিদে হারাম শরীফ সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলো, তিনি জায়গা প্রদান করে জান্নাতের জামানত অর্জন করলেন ✱ মসজিদে নববী শরীফ সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন ছিলো, তিনি জায়গা প্রদান করে জান্নাতের জামানত অর্জন করলেন ✱ বীরে রুমা কিনে ওয়াকফ করলেন ✱ অনুরূপভাবে তাবুকের যুদ্ধের সময়ও তিনি অগ্রগামী হয়ে আল্লাহর পথে খরচ করলেন এবং প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া অর্জন করলেন।

আহ! হযরত উসমানে গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সদকায় আমাদেরও যেনো পরকালিন সফলতার আগ্রহ নসীব হয়ে যায়, আহ! আমরাও যেনো আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করে, নিজের শক্তি, নিজের সামর্থ্য, নিজের যোগ্যতা, নিজের জ্ঞান, নিজের সময়, নিজের দক্ষতা দ্বীনি কাজে লাগিয়ে জান্নাতের প্রার্থী হয়ে যাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নাম্বার ২০ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের ভাবনা পেতে, পরকালিন জীবনের প্রস্তুতি নিতে, নেকী করতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, ১২টি দ্বীনি কাজেও অগ্রগামী হয়ে অংশ নিন, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত প্রদত্ত "৭২টি নেক আমল" এর উপর আমল করুন, এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, নেকীর

আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা পাওয়া এবং ঈমান হেফাযতের মানসিকতা তৈরী হবে। "৭২ টি নেক আমল" এর মধ্যে ২০ নাম্বার নেক আমল হলো, আপনি কি আজ দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের জন্য নিজের নিগরানের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী কমপক্ষে দুই ঘন্টা সময় দিয়েছেন? এই নেক আমলের উপর আমল করলে আমরা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে অংশগ্রহনকারী হয়ে যাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আইটি ডিপার্টমেন্ট

মানব জীবন উন্নতির ধাপ অতিক্রম করে আজ যেই যুগ অতিক্রম করছে, এতে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ইনফরম্যাশন টেকনোলজি কোন না কোনভাবে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী উম্মতের সংশোধনের জন্য সারা পৃথিবীতে ইসলামের বাহার ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যেই অসংখ্য মজলিশ ও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে, তার মধ্যে একটি বিভাগ হলো "আইটি ডিপার্টমেন্ট", যার কাজ হলো ইনফরম্যাশন টেকনোলজির মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের শিক্ষা প্রদান করা, আইটি বিভাগের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জগদ্বীখ্যাত ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা শরীফ এবং কুরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমানকে সফটওয়্যার আকারে প্রদান করা, যা শত প্রসংশার উপযুক্ত, তাওকীত তথা সময় নিরূপন বিভাগের সহায়তায় একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন Prayer Times নামে প্রদান করেছে, যা ২৭ লাখের বেশি জায়গার নামাযের বিশুদ্ধ সময় চিহ্নিত করণে অতিশয় উপকারী। আল মদীনা লাইব্রেরী সফটওয়্যারের মাধ্যমে দুইশত এর বেশি

কিতাব সহজেই অধ্যয়ন করা যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আইটি বিভাগ এছাড়া অনেক মোবাইল অ্যাপলিকেশনও প্রস্তুত করেছে, যার মধ্যে "আল কুরআন, কুরআন টিচার, ফয়যানে হাদীস, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, রূহানী চিকিৎসা এবং এছাড়াও আরো অনেক অ্যাপলিকেশন প্রস্তুত করে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইটে আপলোড করেছে, আপনারাও এই অ্যাপলিকেশন দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

মাযারে হাজিরীর আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "মাযারাতে আউলিয়া কি হিকায়াত" থেকে মাযারে হাজিরীর পদ্ধতি এবং এর মাদানী ফুল শ্রবন করি;

✹ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام পবিত্র মাযারে হাজিরী দেয়া এবং তাঁদের ফয়েয অর্জন করা বুযুর্গদের অভ্যাস ছিলো, যেমনটি হাম্বলি ফিকাহ শাস্ত্রের অনুসারীদের শায়খ ইমাম খাল্লাল رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি যখনই কোন সমস্যায় পতিত হতাম, আমি ইমাম মূসা কাযিম বিন জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাযারে হাজির হয়ে তাঁর উসিলা প্রদান করতাম। আল্লাহ পাক আমার সমস্যাকে সহজ করে আমাকে আমার বাসনা দান করে দিতেন। **(তারিখে বাগদাদ, ১/১৩৩)** ✹ হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, দুই রাকাত নামায আদায় করে ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ নূরানী মাযারে গিয়ে দোয়া প্রার্থনা করি, আল্লাহ পাক আমার প্রয়োজনাদী পূরণ করে দেন। **(আল খাইরাতুল হিসান, ২৩০ পৃষ্ঠা)** ✹ (যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ওলীর মাযার শরীফে বা) যেকোন মুসলমানের কবরের যিয়ারতে যেতে চায় তবে

মুস্তাহাব হলো, প্রথমে নিজের বাড়িতে (মাকরূহ সময় না হলে) দুই রাকাত নফল নামায পড়া, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়া আর এই নামাযের সাওয়াব কবরস্থ বুযুর্গকে পৌঁছে দেয়া, আল্লাহ পাক সেই মৃত বান্দার কবরে নূর সৃষ্টি করবেন এবং সেই (সাওয়াব প্রেরণকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশি সাওয়াব দান করবেন। **(ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

মাযারে হাজিরীর অবশিষ্ট আদব শেখা শেখানোর হালকা বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানার জন্য শেখা শেখানোর হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد